পাঠক ফোরাম

হরতাল কার উপকারে আসে

আমি গত ১৮, ২১ মে কিংবা ৩০ জুনের হরতালের জন্য লিখতে বসিনি। লিখতে বসেছি আগামী হরতালের জন্য। আমার ধারণা, আমার লেখা প্রকাশিত হাওয়ার আগেই আর একটি হরতাল হয়ে যেতে পারে। আমরা চাই বা না চাই, আসলে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার দাম তো নেই তাই অপেক্ষা করছি অনাগত হরতালের। হয়তো হরতাল আহ্বানকারী ও প্রতিরোধ-কারীর অবস্থান পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমরা কোথায় যাবো? নিশ্চয়ই সবাই মিলে এ দেশ ছেড়ে পালানো যাবে না। তাই আসুন হরতাল বর্জন করি। আমি বুঝি না, হরতাল কার উপকারে আসে। বিধাতা, আমাকে একটু বোঝাবে, প্লিজ! সুমতি দাও রাজনীতিবিদদের।

সাইফ পরাগ
মোহাম্মদপুর ঢাকা
E-mail: saief14@yahoo.com

এরশাদের ভূমিকা এবং...

রণজিৎ গুহের একটি বিখ্যাত লেখা আছে- 'চন্দ্রার মৃত্যু' শিরোনামে। বিদিশাকে নিয়ে

সাম্প্রতিক তুলকালামে এরশাদের ভূমিকা এই বিখ্যাত লেখার কুখ্যাত ভিলেন মগারাম চাষার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গর্ভবতী চন্দ্রাকে নিজের লাম্পট্য ঢাকতে 'গর্ভপাত অথবা 'সমাজচ্যুত নির্বাসনের অপশন দিয়ে জোরপূর্বক গর্ভপাতের মাধ্যমে মৃত্যুর মুখে যেভাবে ঠেলে দিয়েছিল মগারাম, ঠিক সেখানে এরশাদও 'দেশ ত্যাগ কর' অথবা 'গ্রেপ্তার' আলটিমেটাম দিয়ে ঘায়েল করলেন বিদিশাকে। চন্দ্রার জীবনকে নিকষকালো অন্ধকারে ঠেলে মগারামই আবার প্রত্যাখ্যান করে চন্দ্রাকে। তদ্রূপ যার জন্য ও যার পরামর্শে কাজ করতে গিয়ে বিদিশা আজ বেদিশা, সেই এরশাদই প্রয়োজন শেষে তাকে 'হাটলেস' প্রত্যাখ্যান করেছে মগারামেরই মতো। ঔপনিবেশিকতার যুগে মগারামকে যেভাবে আইনের গরাদ দেখতেই পায়নি, উত্তর-ঔপনিবেশিক এই 'আধুনিক' জাতিরাষ্ট্রেও শত অপরাধ করে এরশাদের মতো মানুষ 'ধোয়া তুলসিপাতা' সেজে বহাল তবিয়তে থাকতে পারে, লাজলজ্জার বালাই ছাড়াই। ২০০ বছর আগের মগারাম চাষার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কালোত্তীর্ণ, এরশাদ তাই এ যুগের মগারাম চাষা! নিঃসন্দেহে। ইতিহাসের দু'পর্বের এই দুই (খল) নায়কের কি আশ্চর্য মিল!!

নাদিমূল হক মন্ডল নাদিম
ই-মেইল :
dhrubonadim@yahoo.com

দেশের ভাবমূর্তি

সরকার দুর্নীতি বন্ধ করে যোগ্যতাবলে চাকরি দিতে পারেন বেকারদের। দেশে শিল্প-কারখানা বাড়াতে পারেন। কৃষিঋণ দিয়ে কৃষকদের কৃষি কাজে উৎসাহিত করতে পারেন। বিদেশের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন এবং বাংলাদেশ থেকে চাকরি দিয়ে বিদেশে পাঠাতে পারেন সরকারিভাবে যেখানে আদম দালালের খপ্পর থেকে বাঁচবে সাধারণ মানুষ। স্বাধীনতার আজ দীর্ঘ ৩৫ বছর হতে চললো। অথচ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করতে পারলাম না। এটা আমাদের দুভাগ্য নয় কি? আজ ১৪ কোটি মানুষ হয়েও আমাদের অন্য দেশের কথা বলে পরিচয় দিতে হচ্ছে এটি আমাদের জন্য বড় লজ্জার।

ভূঞা ইমরান রফিক
VIA-Fracesco Cavazza-2
40317, Bologna, Italy

আমাদের সাফল্য

১৮ জুনের দিনটিই ছিলো বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন যুগের সূচনা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আবার আমরা প্রমাণ করলাম ৯৯ বিশ্বকাপে ৬২ রানের ঐ জয়টি (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে)। পাতানো ছিল কি না? আমরা কষ্ট করে জয়লাভ করলে ক্রিকেট বোদ্ধারা সমালোচনা করেন। আজ হয়তো সেই দিনগুলো অতীত। ডেভিড হকস্ বা ইয়ান চ্যাপেল বা থর্পদের সমালোচনা করতে হলে একবার হলেও ভাবতে হবে। ইংল্যান্ডের কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেনে ১৮ জুন '০৫ সালে কি ঘটে ছিলো তা দেখেছে সারা বিশ্ব। ইংল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট সিরিজে আমরা সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারিনি। কেবল দ্বিতীয়

টে ং রা টি লা ট্রা জে ডি

ছয় মাসের মধ্যে আবার হয় বিস্ফোরণ! কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। সবাই যার যার মন্ত্রণালয় নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কালো টাকা সাদা করতে, কেউ কোটি টাকার গাড়ি নিতে। গত জানুয়ারির ৭ তারিখে প্রথম ছাতক টেংরাটিলায় আগুন লাগে। সেই ঘটনার কোনো তদন্ত বা দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি তো দূরের কথা, ঐ কানডিয়ান কোম্পানি আবার গ্যাস উত্তোলনের সুযোগ পায়। এই হচ্ছে বর্তমান বাংলার সিস্টেম। আমার অ্যাকাউন্ট ডলারে পরিপূর্ণ হলে দেশের গ্যাস, তেল বা দেশটা চলে গেলে কি? এ মনোভাব আমাদের বর্তমান সরকারের। না হলে নাইকো আবার কি করে কাজ পায়? এ ঘটনার জন্য পদত্যাগ করবে কে? সরকার? নাকি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে ঐ নাইকো নামক কানাডীয় কোম্পানি? নাকি সবাই অসহায়ের মতো আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চেয়ে থাকবে?

মোঃ রফিকুল ইসলাম
পশ্চিম চৌকিদেখি, সিলেট

আমরাও সুযোগ চাই

আমাদের বাসায় নিয়মিতই সাপ্তাহিক ২০০০ রাখা হয়। আমি 'গল্প লেখো গল্প জেতো' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। তাই আমি গল্প পাঠানোর সুযোগ পাব না। কিন্তু গল্প লিখতে আমি খুবই ভালোবাসি। গল্পের মাধ্যমে আমি আমার চিন্তা প্রকাশ করতে পারি। আমার এ প্রতিভা বিকাশের কোনো সুযোগ নেই। আমার মনে হয়, আমার মতো আরো অনেকেই যারা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তারাও গল্প লিখে। এই প্রতিযোগিতায় পাঠাতেও চায়। কিন্তু তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই শ্রেণী। শ্রেণীর কারণেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ লেখা হয়েছে প্রতিযোগিতাটি শিশুদের, যারা সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তারা কোনো পর্যায়ে পড়বে? আমার বিশ্বাস যদি তাদের জন্য একটি নতুন বিভাগ চালু করা হয়, তবে তারা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাবে। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন একটি বিভাগ চালু করুন প্লিজ অথবা আমাদের জন্য কোনো প্রতিযোগিতা।

সুচি মারমা
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসটায় কিছুটা জ্বলে উঠে ছিলো বাংলাদেশ। এরপর ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে বহু সমালোচনা করেছে ইংলিশ মিডিয়া। এতোকিছুর পর এমন এক জবাব দিল টাইগাররা, সারা বিশ্ব প্রায় অবাক। বাংলাদেশের খেলায় পাওয়া গেল পরিপূর্ণ ক্রিকেটের আস্বাদ। বেটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত আত্ম-প্রত্যয়ের প্রমাণ পাওয়া গেল। তাপস, মাশরফি, রফিকরা শুরু করলো এবং আশরাফুল, বাশার, আফতাব ও রফিকরা আবার সুন্দর এক পরিপূর্ণ্য জয় উপহার দিলো। এটি একটি বড় অর্জন।

মাহী
পশ্চিম চৌকিদেখি, সিলেট

এইডস সচেতনতা

৩১ মে দিনটিতে বিসিসিপি এবং স্কয়ার গ্রুপের আয়োজন ছিলো কিছুটা ব্যতিক্রমী। এই অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন আব্দুন নূর তুষার। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এইডস সচেতনতার এই বিশেষ আয়োজনটিকে। এইডস নিয়ে খেলামেলা কথা বলি শিরোনামে অনুষ্ঠানে শিল্পী, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এতে উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব এইডস রোগী রয়েছে ও নতুনভাবে আক্রান্ত হচ্ছে এরা সবাই গোপনে চিকিৎসা গ্রহণ করছে। এসব আক্রান্ত রোগী জন্য এখনো সরকারিভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যে কারণে আক্রান্ত রোগীরা সঠিকভাবে চিকিৎসা ও সেবা পাচ্ছে না। দেশে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই। যারা বর্তমানে এইডস আক্রান্ত রয়েছেন এরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন। যদিও এর সঠিক কোনো চিকিৎসা নেই। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সঠিকভাবে তাদের চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো একজন এইডস আক্রান্ত রোগী চিকিৎসা নিতে গিয়ে তার কি নাজেহাল হয়েছিলো। সরকারিভাবে এইডস আক্রান্ত রোগীর জন্য হাসপাতাল তৈরি করা হোক। এতে করে প্রতিটি আক্রান্ত রোগী নিজেদের শেষ বেলায় যাতে অসহায় মনে না করে। এইডস আক্রান্ত রোগীকে নয় রোগটাকে ঘৃণা করুন এবং আসুন তাদের দিকে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেই।

শামিম আহমেদ
মিরপুর-১৪, মুন্সীবাড়ী, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

জাপানে কর্মসংস্থানের সুযোগ

স্বাধীনতা লাভের পর পরই জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, জাপানের বিভিন্ন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মাঝারি ও ক্ষুদ্র কলকারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকরা বৈধভাবে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগে আগ্রহী। বর্তমানে অবৈধভাবে শ্রমিক নিয়োগকে জাপানে কঠোরভাবে দমন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, ফিলিপিন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার অনেক অবৈধ শ্রমিক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হয়েছে। বহু বাংলাদেশী লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে দালালদের মাধ্যমে জাপানে গিয়ে চাকরি না পেয়ে অথবা পুলিশি হয়রানির জন্য দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হয়েছে। ইতিমধ্যে জাপানের ভিসা পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে জাপানি ভিসায় আবেদনকারীর ছবি থাকে। এটা গলা কাটা পাসপোর্ট বন্ধের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমানে জাপানে বিদেশী শ্রমিকদের মাসিক মজুরি বা বেতন এক থেকে দুই হাজার মার্কিন ডলার এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে এর থেকে বেশিও আছে। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জাপানিদের চোখে ভালো কাজ, বিশ্বস্ততার জন্য বাংলাদেশীদের বেশ কদর রয়েছে। অবৈধভাবে যেসব বাংলাদেশী বর্তমানে জাপানে চাকরি করছেন তাদের সেখানে বৈধ অবস্থানের অনুমতি দেবার এবং সে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সংকটজনিত কারণেও মালয়েশিয়া, জর্দান থেকে ফেরত আসা জনশক্তিকে নতুনভাবে জাপানে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে জাপানি প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আসন্ন জাপান সফরকালে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দিয়ে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ করছি।

মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী
হরিচরণ রায় রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা

কল চার্জ কমান

কিছুদিন আগেও দেশে মোবাইলের সিম নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গেল কে কত কম দামে সিম বিক্রি করতে পারে।

ক্রেতারাও হুমড়ি খেয়ে সেই সিম কিনতে লাগলো। মোবাইল সেট না থাকুক প্রায় প্রত্যেকের হাতে একটা করে সিম থাকতো। অবস্থা দেখে মনে হয়ে ছিল যে, সিম আবার ফেরিওয়ালারা মাথায় করে বিক্রি করা শুরু করে কি না। অবস্থার যখন এই হাল সে সময়ই মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট পাস করেন। বাজেটে সিমের দাম এক লাফে ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে। আর বাজেট পাস হতে না হতে আমাদের মোবাইল ব্যবসায়ীরা তাদের সিমের দাম বাড়িয়ে দিল। সাধারণ জনগণ ভাবলো বাজেট, পাস হওয়ার আগেই যতোটা পারে সিম কিনে রাখবে। কিন্তু বাজারে গিয়ে দেখলো ব্যবসায়ীরা আগেই তাদের সিমের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং কোথাও কোথাও গিয়ে সিম পাওয়া যাচ্ছিল না। বাজেটে সিমের দাম বাড়ায় লাভ কার হয়েছে তা আমরা বলতে পারছি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের এক টাকাও যে লাভ হয়নি তা বলতে পারবো। সরকার এবং মোবাইল কোম্পানিগুলো কেবল সিম এবং সেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মোবাইল চার্জের বিষয়টি তারা তলিয়ে দেখে না। একটা সিম একবার কিনলেই হয় কিন্তু মাসে মাসে রিচার্জ করাটাই বড় ব্যাপার। বাংলাদেশের মতো এতো কল চার্জ পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। এ বিষয়গুলো সরকার যদি কঠোর হস্তে দমন করতো তাহলে জনগণ সত্যিকার অর্থে সুবিধা পেত।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
মিরপুর, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ

ফোরাম
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

আপনি কি বেড়াতে কিংবা ব্যবসায়িক কাজে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন ?

একই সাথে মাত্র ১০০ মার্কিন ডলার ব্যয়ে

বিশ্বখ্যাত র‍্যাফলস্ হাসপাতাল থেকে আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিন।

রক্ত, প্রস্রাব, লিভার ফাংশন, কিডনী ফাংশন, লিপিড প্রোফাইল, হেপাটাইটিস এ ও বি, বুকের এক্স-রে, ইসিজি এবং আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা এই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত।

এ ছাড়া আরও ব্যাপক স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্যাকেজ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার সুযোগ আপনি গ্রহণ করতে পারেন।

আমাদের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আপনার যে কোন জটিল রোগের চিকিৎসা ও সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার অত্যন্ত সফলতার সাথে করে থাকেন।

বিনামূল্যে ডাক্তারী পরামর্শ ও অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইন্টারফেস কমিউনিকেশনস্
ফোন : ৯৩৩৪৯৬৩, ৯৩৩০৬৭৬, ৯৩৫৩০৪৬
ই-মেইল : iface@bangla.net

RafflesHospital
Singapore